উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির
স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে

নৌকায় ভোট দিন

দ্বাদশ জাতীয়
সংসদ নির্বাচন-২০২৪

কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

(জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)

প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৭ মার্চ ১৯৮৮

৯৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ *bskmela.1988@gmail.com*

নির্বাচনী ইশতেহার ২০২৪

স্মার্ট বাংলাদেশ

উন্নয়ন দৃশ্যমান
বাড়বে এবার কর্মসংস্থান

কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা
(জাতীয় শিশু-কিশোর সংগঠন)
প্রতিষ্ঠাকালঃ ১৭ মার্চ ১৯৮৮ খ্রি.
৯৩, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০ *bskmela.1988@gmail.com*

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ

আওয়ামী লীগের ইশতেহারে

১১ বিষয়ে বিশেষ অগ্রাধিকার

১	দ্রব্যমূল্য ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা
২	কর্মোপযোগী শিক্ষা ও যুবকদের কর্মসংস্থান
৩	আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর স্মার্ট বাংলাদেশ
৪	সমন্বিত কৃষি ব্যবস্থা, যান্ত্রিকীকরণ ও প্রক্রিয়াজাতকরণে বিনিয়োগ বৃদ্ধি
৫	দৃশ্যমান অবকাঠামো বৃদ্ধি করে শিল্পের প্রসার
৬	ব্যাংকসহ আর্থিক খাতে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি
৭	নিম্ন আয়ের মানুষের স্বাস্থ্যসেবা সুলভ
৮	সর্বজনীন পেনশনে সকলকে যুক্ত করা
৯	আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর কার্যকারিতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত
১০	সাম্প্রদায়িকতা, সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদ রোধ
১১	সর্বস্তরে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা সুরক্ষা ও চর্চার প্রসার ঘটানো

বাঙালীর আলোর দিশারী

আমাদের শেখ হাসিনা

বিশ্ব মানবতার মুক্তির দূত হিসেবে একজন ক্ষণজন্মা মহামানবের জন্ম হয়েছিলো এ ভূখন্ডে, কোটি কোটি শোষিত মানুষের মুক্তির মহানায়ক আমাদের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। যার সারা জীবনের ত্যাগ, সংগ্রাম ও নেতৃত্বে মহান মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালে বিশ্ব মানচিত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র।

বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান যুদ্ধ বিধ্বস্থ স্বাধীন রাষ্ট্র এবং বাঙালী জাতিকে বিশ্বের কাছে উন্নত গৌরবময় জাতিতে রূপান্তর করার ব্রত নিয়ে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় কিছু দেশী-বিদেশী কুলাঙ্গারের গোপন ষড়যন্ত্রের শিকার হন বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার। ১৯৭৫ এর ১৫ আগস্ট জাতির পিতাকে স্বপরিবারে হত্যার পর এদেশের মানুষের ভাগ্যে আবার নেমে আসে অমাবস্যার ঘোর অন্ধকার, কিন্তু মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় এ দেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের নক্ষত্র জাতির পিতার দুই তনয়া শেখ হাসিনা ও শেখ রেহানা দেশের বাহিরে থাকায় প্রাণে বেঁচে যান।

তারপর বহু ইতিহাস.....

দীর্ঘ ৬ বছর পর বাংলার মানুষের হৃদস্পন্দন, জাতির পিতার কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের কান্ডারী হয়ে দেশে ফিরেন, আবার শুরু হয় হতভাগ্য জাতির জন্য রাজনৈতিক সংগ্রাম। গণতন্ত্রের মানস কন্যা দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও তাঁর পরিবার শাহাদাৎ বরণের দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে জনগনের ম্যান্ডেট নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব ভার গ্রহণ করেন। শুরু হয় বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নের নিরলস কার্যক্রম। বাংলার দুর্ভাগা মানুষের ভাগ্যের নির্মম পরিহাস!! ২০০১ সালে দেশি বিদেশি কুচক্রী মহলের আবারো গোপন ষড়যন্ত্রে এদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল করে নেয় স্বাধীনতা বিরোধী ও ৭৫ এর খুনী চক্র !!!

দীর্ঘ ৭ বছর পর জননেত্রী শেখ হাসিনার সুদৃঢ় ও নির্ভীক নেতৃত্বের ফলে ২০০৯ সালের জানুয়ারিতে দেশের জনগণের বিপুল ভোটে নির্বাচিত হয়ে আবারও রাষ্ট্র ক্ষমতার দায়িত্বভার গ্রহন করেন। শুরু হয় দেশ গড়ার দুঃসাহসিক চ্যালেঞ্জ। অতি অল্প সময়ে দেশ গড়ার কারিগর মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সেই চ্যালেঞ্জে উত্তীর্ণ হয়ে দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে। বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশে অর্থনৈতিক, অবকাঠামোগত, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মানবীয় যে উন্নতি করেছেন সেটা বিশ্ব নেতাদের কাছে একটি আশ্চর্য যাদুকরি নেতৃত্ব বলা হচ্ছে। একটি উন্নত দেশ গড়ার জন্য দেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যোগাযোগ ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ব্যবস্থা, অর্থ ও বাণিজ্যিক ব্যবস্থা, সাংস্কৃতিক ব্যবস্থা, তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা, প্রশাসনিক ব্যবস্থার যে পরিমান উন্নতি ঘটেছে গত ১৫ বছরে তা এক কথায় অকল্পনীয় বলা যায়, রাষ্ট্রের এমন কোন অংশ নেই যেখানে জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে উন্নতির ছাপ নেই ।

প্রবীণের অভিজ্ঞতা নবীনের কর্মদক্ষতা ও রাষ্ট্রের সক্ষমতা এ তিনের দক্ষ সমন্বয়ের আলোকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সরকার পরিচালনা করে দেশকে আজ সাফল্যের চুঁড়ায় পৌঁছে দিয়েছেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আজকের বাংলাদেশকে যে উচ্চতায় নিয়ে গেছেন তা মোটেও কোন সাধারণ অনুকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে নয়! বরং দেশে ফেরার পর থেকে স্বাধীনতা বিরোধী চক্র বংশ পরম্পরায় তাকে ১৯বার হত্যার চেষ্টা করে। মহান সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছায় ও মানুষের ভালোবাসায় দুস্কৃতি চক্র সফল হতে পারেনি। এ দেশের প্রতিটি উন্নয়ন কাজে স্বাধীনতা বিরোধী বিএনপি-জামাত ও তাদের কিছু উচ্ছিষ্ঠভোগী এবং কিছু বিদেশী দালাল তাদের সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে প্রতিনিয়ত এ দেশের উন্নতিতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে যাচ্ছে। তারা শুধু শেখ হাসিনার কাজে বাঁধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তা নয়, তারা জনসমর্থনহীন আন্দোলনের নামে সাধারণ মানুষকে পুড়িয়ে মারছে, মানুষের সম্পদ পুড়ে ছাই করে দিচ্ছে, রাষ্ট্রের সম্পদ ধ্বংস করে দিচ্ছে !! এছাড়াও প্রতিনিয়ত দেশী বিদেশী কুচক্রি মহল বাংলাদেশকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, এরপরও আমাদের শেখ হাসিনা এসবকে মোকাবেলা করে সাধারণ মানুষের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন।

ঠিক এই মুহূর্তে আমাদের সাধারণ মানুষের একটাই বিবেক বিবেচনা হাতে আছে আর সেটা হচ্ছে আগামী ৭ জানুয়ারি-২০২৪ দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন। যদি আমরা আমাদের বিবেকের কাছে দায়বদ্ধ থাকি, কর্ম ও অর্থনৈতিক উন্নতি চাই, বিশ্বের কাছে মর্যাদার জাতি হতে চাই, সন্তানদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে চাই- তাহলে আসুন আগামী ৭ জানুয়ারি যার যার নির্বাচনী কেন্দ্রে গিয়ে মুক্তির প্রতীক নৌকায় আমাদের মহামূল্যবান ভোট প্রদান করে বাঙালীর আলোর দিশারী আমাদের শেখ হাসিনাকে আরো শক্তিশালী করি এবং স্বাধীনতা বিরোধী, খুনি সন্ত্রাসীদের প্রত্যাখ্যান করি।

সাইফুল ইসলাম
সাধারণ সম্পাদক
কেন্দ্রীয় বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলা

উন্নত বিশ্বের সঙ্গে তাল মিলিয়ে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'

২০০৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যখন দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তখন দেশের মাত্র ৪৭ শতাংশ মানুষ বিদ্যুৎ সুবিধা পেত। নিয়মিত লোডশেডিংয়ে তখন জনজীবন বিপযস্ত ছিল। বিদ্যুৎ খাতের এই করুন অবস্থার কারণে বৃহৎ শিল্পগুলো যেমন একদিকে ধুঁকছিল, তেমনিভাবে ক্ষুদ্র ও মাঝারি পর্যায়েও কোনো উদ্যোগ নেওয়া সম্ভব ছিল না। মাত্র এক যুগের মধ্যে দেশে শতভাগ বিদ্যুতায়ন নিশ্চিত করতে সমর্থ হয় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সরকার। একইসঙ্গে দেশকে ডিজিটাইজড করার উদ্যোগ নেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ফলে শতভাগ বিদ্যুতায়নের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে এবং ঘরে ঘরে পৌঁছে দেওয়া হয় ইন্টারনেট সুবিধা। যার কারণে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চলেও সৃষ্টি হয়েছে নতুন নতুন কর্মসংস্থান।

বিএনপি-জামায়াত সরকার মোবাইল ফোন ব্যবসায় মনোপলি সৃষ্টি করে মোবাইল ফোন ও ইন্টারনেট জনগণের নাগালের বাইরে রেখেছিল, কিন্তু আওয়ামীলীগ সরকার সেই প্রতিবন্ধকতা দূর করে সবার জন্য বাজার উন্মুক্ত করে দেয়। ফলে সবার হাতে হাতে পৌঁছে যায় মোবাইল ফোন এবং ইন্টারনেট। আওয়ামী লীগ প্রধান শেখ হাসিনার নির্দেশে ইন্টারনেট ও মোবাইল ফোনের সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সরকার ডিজিটাল ব্যাংকিং চালু করেন , ফলে এখন দেশের ১০ কোটিরও বেশি মানুষ মোবাইলের মাধ্যমেই অর্থ লেনদেন ও ব্যবসা বাণিজ্য করতে পারছে। ডিজিটাল ডিভাইসকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করায় গণমানুষের অর্থনৈতিক সম্পৃক্ততা বহুগুণ বেড়েছে। এমনকি, ডিজিটাল সুবিধাকে ব্যবহার করে ২ বিলিয়নের বেশি ডলারের সফটওয়্যার এবং অন্যান্য ডিজিটাল সেবা রপ্তানি করছে বাংলাদেশ। এছাড়াও প্রায় ১০ লাখেরও বেশি ফ্রিল্যান্সার আউটসোর্সিংয়ের মাধ্যমে বছরে ৫০০ মিলিয়নের বেশি ডলার রেমিট্যান্স অর্জন করছে। এই খাত থেকে ২০২৫ সালের মধ্যে সরকার কমপক্ষে ৫ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির লক্ষ্য অর্জনে কাজ করছে।

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে মুগ্ধ হয়ে, ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের পূর্বাভাসে বলা হচ্ছে- ২০৩০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ হবে বিশ্বের ২৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ। এই লক্ষ্য অর্জনে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ স্মার্ট বাংলাদেশ স্লোগানে দেশের মানুষের শতভাগ ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তির লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বাংলাদেশের বিস্ময়কর অগ্রযাত্রা পর্যালোচনা করে এজন্যই জাতিসংঘের রেজ্যুলেশনে বলা হয়েছে- বাংলাদেশ এখন উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে সক্ষমতা অর্জন করেছে। উন্নয়নের এই ধারা অব্যাহত থাকলে অল্প সময়ের মধ্যেই উন্নত দেশের তালিকায় যুক্ত হবে ডিজিটাল বাংলাদেশ। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বিগত ১৫ বছরে বাংলাদেশের এই অবিস্মরণীয় উন্নয়ন কোনো অলৌকিক কিছু নয়, বরং আওয়ামীলীগ সরকারের সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা এবং গণমানুষের জন্য গৃহীত সুপরিকল্পিত উদ্যোগ বাস্তবায়নের কারণে আজ স্মার্ট জাতি হিসেবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সমীহ আদায় করতে সমর্থ হয়েছি আমরা।

দুর্যোগ মোকাবিলা এবং মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গণমানুষের পাশে থাকা

২০২০ সালে করোনা ভাইরাসের কারণে পুরো বিশ্ব যখন থমকে যায়, তখনও নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জনগণের পাশে থাকে আওয়ামীলীগ নেতাকর্মীরা। ভাইরাসের মৃত্যুর ভয়ে যখন সব রাজনৈতিক দল নিরাপদ দূরত্বে সরে যায়, তখন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে সাধারণ মানুষকে সহযোগিতা করতে মাঠে নামে আওয়ামী লীগ এবং দলটির অঙ্গসংগঠনগুলো। করোনা আক্রান্ত ব্যক্তির চিকিৎসা সহায়তা এবং মৃত ব্যক্তির দাফন-কাফন সম্পন্ন করার মতো মানবিক কর্মে যুক্ত হয়ে করোনা ভাইরাসে প্রাণ হারায় হাজার হাজার আওয়ামীলীগ নেতাকর্মী। এরপরেও নিম্ন আয়ের এক কোটি অসহায় মানুষের ঘরে স্যানিটাইজার, মাস্ক, সাবান, ঔষধ, প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য এবং নগদ অর্থ পৌঁছে দেয় আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা। করোনার ভয়াল গ্রাস চলাকালে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলে হানা দেয় একাধিক ঘূর্ণিঝড়। ফলে নষ্ট হয়ে যায় লক্ষ লক্ষ কৃষকের ফসল ও মৎস্য চাষ প্রকল্প। ক্ষতিগ্রস্থ মানুষদের পাশে থেকে, ডিজিটাল সুবিধা ব্যবহার করে আওয়ামী লীগ সরকারের পক্ষ থেকে নগদ অর্থ প্রদান করা হয় প্রায় ৫০ লাখ কৃষক-শ্রমিক-মজুরকে। এমনকি করোনাকালে সারা দেশের মসজিদ, মন্দির, মাদ্রাসা ও এতিমখানার উন্নয়ন এবং এসবের সঙ্গে যুক্ত প্রায় অর্ধকোটি মানুষের জন্য আড়াইশ কোটি টাকা অনুদান দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

এছাড়া ও উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষকে ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছ্বাস ও যেকোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে জীবন বাঁচানোর জন্য টেকসই বহুতল ভবন নির্মাণ করা হয়। সমুদ্রের লবণাক্ত পানির অনুপ্রবেশ থেকে উপকূলের মানুষের ক্ষেত-খামার রক্ষার জন্য উপকূলজুড়ে নির্মাণ করা হয়েছে বেড়িবাঁধ। দেশের টেকসই অর্থনীতি ও বিকাশমান প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা জন্য পরিবেশ সংরক্ষণ এবং জলবায়ু রক্ষার জন্য ব্যাপক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে চলেছে আওয়ামীলীগ সরকার।

করোনা পরবর্তী পৃথিবীতে বাংলাদেশের মানুষকে অর্থনৈতিকভাবে আরো সক্ষম করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ২০২১-২০২৫ মেয়াদি অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে আওয়ামী লীগ সরকার। যা বাস্তবায়নে প্রাক্কলিত ব্যয় ধরা হয়েছে ৬৪ লাখ ৯৫ হাজার ৯৮০ কোটি টাকা। এই মেয়াদে ১ কোটি ১৬ লাখ ৭০ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়। অষ্টম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন শেষে দারিদ্রের হার ১৫.৬ শতাংশে এবং চরম দারিদ্রের হার ৭.৪ শতাংশে নেমে আসবে। সামাজিক বৈষম্য ব্যাপক হারে ৮% হ্রাস করে দেশবাসীকে একটি মানবীয় সমাজ উপহার দেওয়ার লক্ষ্য বাস্তবায়নে কাজ করে চলেছে বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ। স্বল্প আয়ের মানুষদের আর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সুদমুক্ত ঋণের ব্যবস্থা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গ্রামের কৃষক, শ্রমিক, বেকার যুবক, দরিদ্র, অসহায় ও স্বল্প পূঁজির মানুষদের সহায়তার জন্য প্রতিটি উপজেলায় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। পশু-পাখি পালন, সবজি চাষ বা কৃষিকাজের জন্য জামানত ছাড়াই এখন ঋণ পাচ্ছে মানুষ। গৃহহীন মানুষদের মাথা গোঁজার জায়গা করে দিতে এখন পর্যন্ত প্রায় ১৩ লাখের বেশি ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য জমিসহ বাড়ি নির্মাণ করে দেওয়ার কাজ চলমান রেখেছে আওয়ামী লীগ সরকার। অসহায় মানুষদের হাতে নিয়মিতভাবে সেগুলো হস্তান্তর করা হচ্ছে । মানুষের মৌলিক চাহিদা পূরণে আওয়ামী লীগ ছাড়া আর কোনো দল এরকম মানবীয় উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

১৯৮৮ সাল থেকে শেখ হাসিনাকে ১৯ বার হত্যার চেষ্টা করা হয়

১ ১৯৮৮ সালের ২৪ জানুয়ারি

চট্টগ্রামের লালদিঘি ময়দানে মিছিল সহকারে যাওয়ার সময় শেখ হাসিনার উপর হামলা করা হয়। এতে ৭ জন নিহত ও তিন শতাধিক আহত হন।

২ ১৯৮৯ সালের ১১ আগস্ট

রাত ১২টায় ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়িতে হামলা চালানো হয়। শেখ হাসিনা তখন ওই ভবনেই ছিলেন। সন্ত্রাসীরা ভবন লক্ষ্য করে গুলি চালায় ও একটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করে তবে গ্রেনেডটি বিস্ফোরিত না হওয়ায় বেঁচে যান শেখ হাসিনা।

৩ ১৯৯১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর

জাতীয় সংসদের উপনির্বাচন চলাকালে রাজধানীর গ্রিন রোডে তাকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমাবর্ষণ করে সন্ত্রাসীরা। সন্ত্রাসীদের গুলি তার গাড়িতে লাগলেও অল্পের জন্য বেঁচে যান শেখ হাসিনা।

৪ ১৯৯৪ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর

ট্রেনমার্চ করার সময় পাবনার ঈশ্বরদী রেল স্টেশনে শেখ হাসিনাকে বহনকারী ট্রেনের বগি লক্ষ্য করে বৃষ্টির মতো গুলি ছোড়া হয়। সে সময় অসংখ্য গুলি তার বগিতে বিদ্ধ হলেও তিনি অক্ষত থাকেন।

৫ ১৯৯৫ এর ৭ ডিসেম্বর

ওই দিন শেখ রাসেল স্কয়ারে সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় শেখ হাসিনার উপর গুলিবর্ষণ করা হয়।

৬ ১৯৯৬ এর ৭ মার্চ

সন্ধ্যায় বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউতে আওয়ামী লীগের সমাবেশে দলীয় সভানেত্রী শেখ হাসিনা ৭ই মার্চের ভাষণের স্মরণে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন। অকস্মাৎ একটি মাইক্রোবাস থেকে শেখ হাসিনাকে লক্ষ্য করে গুলি ও বোমা নিক্ষেপ চলতে থাকে। এতে অন্তত ২০ জন আহত হয়।

৭

১৯৯৯ সালে

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও তার ছেলে-মেয়েসহ ৩১ জনকে হত্যার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করে ই মেইল চালাচালির খবর আসে। এতে জানানো হয় ওই ইমেইলটি পাঠিয়েছিলেন ইন্টার এশিয়া টিভির মালিক শোয়েব চৌধুরী।

৮

২০০০ সালের ২০ জুলাই

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে জঙ্গি সংগঠন হরকাতুল জিহাদ (হুজি) গোপালগঞ্জের কোটালীপাড়ায় শেখ হাসিনার জনসভাস্থলের অদূরে ও হ্যালিপ্যাডের কাছে পুঁতে রাখা হয় যথাক্রমে ৮ কেজি ও ৭৬ কেজি ওজনের দুটি বোমা। কিন্তু সৌভাগ্যবশত আগেই ওই বোমাগুলোর হদিস পেয়ে যান গোয়েন্দারা। শক্তিশালী বোমা দুটি বিস্ফোরিত হলে কেবল শেখ হাসিনাই নন, নিহত হতেন বহু মানুষ।

৯

২০০১ সালের ২৯ মে

খুলনার রূপসা সেতুর কাজ উদ্বোধন করার কথা ছিল মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিষয়টি আগে থেকে জানতে পেরে তাকে হত্যার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠানস্থলে বোমা পুঁতে রাখে জঙ্গি সংগঠন হুজির সদস্যরা। কিন্তু গোয়েন্দা পুলিশের তৎপরতায় আগেই বোমাটি উদ্ধার ও নিষ্ক্রিয় করা হয়।

১০

২০০১ সালে ২৫ সেপ্টেম্বর

নির্বাচনী প্রচারাভিযানে সিলেটে যান শেখ হাসিনা। সেখানে আলিয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন স্থানে জনসভায় বক্তৃতা করার কথা ছিল তাঁর। সে সময়ও জনসভাস্থলে বোমা পুঁতে রেখে তাকে হত্যার পরিকল্পনা করেছিল হুজি। কিন্তু জনসভার একদিন আগে মাত্র ৫০০ গজ দূরের একটি বাড়িতে বোমা বিস্ফোরণে হুজির দুই সদস্য নিহত হলে সে পরিকল্পনা নস্যাৎ হয়ে যায়।

১১

২০০২ এর ৪ মার্চ

যুবদল ক্যাডার খালিদ বিন হেদায়েত নওগাঁয় বিএমসি সরকারি মহিলা কলেজের সামনে তৎকালীন জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে হামলা চালায়।

১২

২০০২ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর

শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তাঁর গাড়ি বহরে হামলা চালানো হয়। বিএনপি-জামাত নেতা-কর্মীরা সাতক্ষীরার কলারোয়ার রাস্তায় ব্যারিকেড দিয়ে শেখ হাসিনার ওপর ওই হামলা চালায়।

১৩

২০০৪ সালের ২ এপ্রিল

বরিশালের গৌরনদীতে শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে গুলিবর্ষণ করে জামায়াত-বিএনপির ঘাতক চক্র।

১৪

২০০৪ সালের ২১ আগস্ট শেখ হাসিনার উপর গ্রেনেড হামলা চালানো হয়। এই হামলায় প্রয়াত রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমানের সহধর্মিণী ও আওয়ামী লীগের মহিলা বিষয়ক সম্পাদক আইভি রহমান এবং আরও ২৩ জন নেতাকর্মী নিহত হন। এ ছাড়াও এই হামলায় আরও ৪শত জনের বেশি আহত হন।

১৫ ২০০৭ সালে

সাবজেলে বন্দি শেখ হাসিনাকে হত্যার উদ্দেশ্যে তার খাবারে দেওয়া হয়েছিল স্লো পয়জন। উদ্দেশ্য ছিল, ক্রমাগত বিষ দিয়ে তাকে হত্যা করা। স্লো পয়জনিংয়ের কারণে একসময় শেখ হাসিনা গুরতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২০০৮ সালের ১১ জুন ১১ মাস কারাভোগের পর শেখ হাসিনা প্যারোলে মুক্তি পান।

১৬ ২০১১ সালে

শ্রীলংকার একটি সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের সাথে বাংলাদেশের শত্রু রাষ্ট্র পাকিস্তান এবং আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসী চক্র সুইসাইড স্কোয়াড গঠন করে শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য চুক্তি করে এবং সেজন্য আগাম পেমেন্টও দেওয়া হয়। শ্রীলংকার সেই সন্ত্রাসবাদী গ্রুপের আততায়ীদের টিম গাড়ি করে কলকাতা বিমানবন্দরে যাবার পথে সড়ক দুর্ঘটনায় নিহত হলে শেখ হাসিনাকে হত্যার পরিকল্পনাটি ভেস্তে যায়।

১৭ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যাকান্ডের মৃত্যুদন্ড প্রাপ্ত আসামি লে. ক. শরিফুল হক ডালিম এবং বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর ১৬ জন অবসর প্রাপ্ত ও কর্মরত সদস্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার জন্য সামরিক অভ্যুত্থানের চক্রান্ত করে। যা উইকিলিকসের সৌদি আরবের এক গোপন বার্তায় প্রকাশ পায়। হংকংয়ে বসবাসরত এক বাংলাদেশি ব্যবসায়ী ইসরাক আহমেদ এ পরিকল্পনায় অর্থায়ন করেন বলে গোপন বার্তায় উলেখ করা হয়েছে।

১৮ ২০১৪ সালে

শেষদিকে প্রশিক্ষিত নারী জঙ্গিদের মাধ্যমে মানববোমায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ১৫০ জন নারী ও ১৫০ জন যুবককে বিশেষ প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। এদের নেতৃত্বে রয়েছে ১৩ জঙ্গি দম্পতি। তবে প্রশিক্ষণরত অবস্থায়ই পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমানে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটলে ওই ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে যায়।

১৯ ২০১৫ সালের ৭ মার্চ

সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসভায় যোগ দিতে যাওয়ার পথে কারওয়ানবাজার এলাকায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গাড়ি বহরে বোমা হামলার চেষ্টা চালায় জঙ্গি সংগঠন জামাআতুল মুজাহিদীন বাংলাদেশের (জেএমবি) সদস্যরা। কয়কেটি বোমার বিস্ফোরণও ঘটায় তারা।

উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

অর্থনীতি

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি-জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
১	প্রবৃদ্ধি	৫.৪০ শতাংশ	৭.২৫ শতাংশ	
২	মাথাপিছু আয় (নমিনাল)	৫৪৩ মার্কিন ডলার	২ হাজার ৭৯৩ মার্কিন ডলার	৫ গুন বৃদ্ধি
৩	মাথাপিছু আয় (পিপিপি)	১ হাজার ৭২৪ মার্কিন ডলার	৮ হাজার ৭৭৩ মার্কিন ডলার	৫ গুন বৃদ্ধি
৪	বাজেটের আকার	৬১ হাজার কোটি টাকা	৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৭৮৫ কোটি টাকা	১২ গুন বৃদ্ধি
৫	জিডিপি'র আকার	৪ লক্ষ ১৫ হাজার ৭২ কোটি টাকা	৫০.৩১ লক্ষ কোটি টাকা	১২ গুন বৃদ্ধি
৬	বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি	২১ হাজার ৫ শত কোটি টাকা	২ লক্ষ ৭৪ হাজার ৬৭৪ কোটি টাকা	১৩ গুন বৃদ্ধি

স্বাস্থ্য

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি- জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ	মন্তব্য
১	সরকারি হাসপাতালের শয্যা সংখ্যা	৩৩ হাজার ৫৭৯	৭১ হাজার	২ গুন বৃদ্ধি
২	সরকারি ডাক্তারের সংখ্যা	৯ হাজার ৩৩৮ জন	৩০ হাজার ১৭৩ জন	৩ গুন বৃদ্ধি
৩	সরকারি নার্সের সংখ্যা	১৩ হাজার ৬০২ জন	৪৪ হাজার ৩৫৭ জন	প্রায় ৩ গুন বৃদ্ধি
৪	মেডিকেল টেকনোলজিষ্টের সংখ্যা	১ হাজার ৯৯৮ জন	৪৪ হাজার ৩৫৭ জন	৩ গুন বৃদ্ধি
৫	নাসিং কলেজ অ্যান্ড ইন্সটিটিউটের সংখ্যা	৩১টি	৯৯টি	৩ গুন বৃদ্ধি
৬	কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা	আওয়ামী লীগ সরকার কর্তৃক ১৯৯৮-২০০১ মেয়দে মোট ১০ হাজার ৭৩২ টি কমিউনিটি ক্লিনিক নির্মান করা হয়। কিন্তু ২০০১ সালে বিএনপি এসে সকল ক্লিনিকের কার্যক্রম বন্ধ ঘোষণা করে	১৪ হাজার ৯৮৪ টি।	কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র হতে বিনামূল্যে ৩০ প্রকার ঔষধ প্রদার করা হয়।

উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

শিক্ষা

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	স্বাক্ষরতার হার	৪৫ শতাংশ	৭৬.৮ শতাংশ	২ গুন বৃদ্ধি
০২	প্রাথমিক শিক্ষায় মেয়েদের অংশগ্রহন	৫৪ শতাংশ	৯৮.২৫ শতাংশ	২ গুন বৃদ্ধি
০৩	কারিগরী শিক্ষায় ভর্তির হার	০.৮ শতাংশ	১৭.৮৮ শতাংশ	২২ গুন বৃদ্ধি
০৪	মাধ্যমিক পর্যায়ে নারী শিক্ষকের সংখ্যা	৫৯ হাজার ৫৫ জন	১ লক্ষ ১ হাজার ৮৯৯ টি	২ গুন বৃদ্ধি
০৫	প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা	৬৫ হাজার ৬৭২ টি	১ লক্ষ ১৮ হাজার ৮৯১ টি	প্রায় ২ গুন বৃদ্ধি
০৬	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকের সংখ্যা	৩ লক্ষ ৪৪ হাজার ৭৮৯ জন	৬ লক্ষ ৫৭ হাজার ২০৩ জন	প্রায় ২ গুন বৃদ্ধি (২০০৯ হতে ২০২২ পর্যন্ত মোট ২ লক্ষ ৩৮ হাজার ৩১১ জন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়েছে)
০৭	প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মহিলা শিক্ষক সংখ্যা	১ লক্ষ ৫৩ হাজার ৪১ জন	৪ লক্ষ ৩ হাজার ১৯১ জন	৩ গুন বৃদ্ধি
০৮	কারিগরী প্রশিক্ষন কেন্দ্র (টিটিসি)	৯ টি	১৬৬ টি	১৮ গুন বৃদ্ধি

কৃষি

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	দানাদার শস্যের উৎপাদন	১ কোটি ৮০ লক্ষ মেট্রিক টন	৪ কোটি ৯২ লক্ষ ১৬ হাজার মেট্রিক টন	৪ গুন বৃদ্ধি
০২	সেচের আওতাভুক্ত কৃষি জমি	২৮ লক্ষ হেক্টর	৭৯ লক্ষ হেক্টর	৩ গুন বৃদ্ধি
০৩	মোট মৎস্য উৎপাদন	২১.৩০লক্ষ মেট্রিক টন	৫৩.১৪ লক্ষ মে.টন	২.৫ গুন বৃদ্ধি
০৪	গবাদি পশুর সংখ্যা	৪ কোটি ২৩ লক্ষ ৭৮ হাজার	৭ কোটি ৯৮ লক্ষ ৭৮ হাজার	প্রায় ২ গুন বৃদ্ধি
০৫	পোল্ট্রি সংখ্যা	১৮ কোটি ৬ লক্ষ ২২ হাজার	৫২ কোটি ৭৯ লক্ষ ১৯ হাজার	৪ গুন বৃদ্ধি
০৬	চা উৎপাদন	৩.৯ কোটি কেজি	৮.১০ কোটি কেজি	২ গুন বৃদ্ধি
০৭	লবন উৎপাদন	৮.৫৪ লক্ষ মে.টন	২৩.৪৮ লক্ষ মে.টন	৩ গুন বৃদ্ধি
০৮	কৃষিখাতে ভর্তুকির পরিমান	১ হাজার ১৭০ কোটি টাকা	২৬ হাজার ৫৫ কোটি টাকা	
০৯	সারে ভর্তুকির পরিমান (২০২২-২০২৩)		২৫ হাজার ৭৬৬ কোটি টাকা	

উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ	২ হাজার ৫০৫ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ৪.০১%)	১ লক্ষ ২৬ হাজার ২৭২ কোটি টাকা (মোট বাজেটের ১৬.৫৮%)	৫০ গুন বৃদ্ধি
০২	সামাজিক সুরক্ষা সেবার আওতাভুক্ত মোট উপকারভোগীর সংখ্যা	২১ লক্ষ জন	১০ কোটি ৬১ লক্ষ ১৪ হাজার জন	৫০ গুন বৃদ্ধি
০৩	উপবৃত্তি কার্যক্রমের সুবিধাভোগী (শিক্ষা ক্ষেত্রে উপবৃত্তি, বৃত্তি, উচ্চশিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমে উপকারভোগীর সংখ্যা)	০	৩ কোটি ৯৪ লক্ষ ১০ হাজার ৭৫৬ শিক্ষার্থী	
০৪	বয়স্ক, বিধবা ও স্বামী নিগৃহীতা এবং প্রতিবন্ধী ভাতা প্রাপ্ত উপকারভোগীর সংখ্যা	২১ লক্ষ ১৭ হাজার জন	১ কোটি ১৩ লক্ষ ১০ হাজার জন	৫ গুন বেশি বৃদ্ধি
০৫	বিদেশ ফেরত প্রবাসী কর্মীদের প্রদত্ত অনুদান (বার্ষিক)	১ কোটি ৩৪ লক্ষ ৮০ হাজার টাকা	২১১ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা	১৫৭ গুন বৃদ্ধি
০৬	খাদ্য নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানমূলক কার্যক্রমের উপকারভোগী	৪ লক্ষ ৩০ হাজার জন	৪ কোটি ৬১ লক্ষ ১৫ জন	১০০ গুন বৃদ্ধি
০৭	হিজড়া জনগোষ্ঠীর উপকারভোগী	১ হাজার ১২ জন	৬ হাজার ৮৮৪ জন	৬ গুন বৃদ্ধি
০৮	মা ও শিশু সহায়তা কর্মসূচীর উপকারভোগীর সংখ্যা	০	৮৪ লক্ষ জন	
০৯	কৃষকদের প্রদানকৃত কৃষি কার্ডের সংখ্যা	০	২ কোটি ৬২ লক্ষ কৃষ্ক	
১০	খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগীর সংখ্যা	০	৫১ লক্ষ জন	
১১	বর্গা চাষিদের জন্য কৃষিঋণ কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগির সংখ্যা	০	২৮ লক্ষ বর্গা চাষী	
১২	সর্বজনীন পেনশন স্কিমের সুবিধাভোগী	০	৮ কোটি ৫০ লক্ষ জন	

ডিজিটাল বাংলাদেশ বিনির্মান

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	মোট জনগোষ্ঠীর ইন্টারনেট ব্যবহার	০.২৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী	৭৮.৫৫ শতাংশ জনগোষ্ঠী	৩৪২ গুন বৃদ্ধি
০২	সক্রিয় মোবাইল ফোন সিম সংখ্যা	১ কোটি ৯০ লক্ষ	১৮ কোটি ৮৬ লখ ৪০ হাজার	১০ গুন বৃদ্ধি
০৩	ডিজিটাল সেবা সংখ্যা	৮ টি	৩ হাজার ২০০+টি	৪০০ গুন বৃদ্ধি
০৪	ওয়ান স্টপ সেন্টারের সংখ্যা	২ টি	৮ হাজার ৯২৮ টি	সারে ৪ হাজার গুন বৃদ্ধি
০৫	সরকারি ওয়েবসাইটের সংখ্যা	৯৮ টি	৫২ হাজার ২০০+টি	৫৩৩ গুন বৃদ্ধি
০৬	আইসিটি রপ্তানির পরিমান	২১ মিলিয়ন ডলার	১.৯ বিলিয়ন ডলার	৯ গুন বৃদ্ধি
০৭	আইসিটি ফ্রি ল্যান্সার সংখ্যা	২০০ জন	৬ লক্ষ ৮০ হাজার জন	সারা বিশ্বে বাংলাদেশ ২য় স্থানে রয়েছে

উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

বিবিধ

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর সংখ্যা	৬ কোটি ৭৮ লক্ষ জন	১২ কোটি ৩৩ লক্ষ জন	স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও জীবনমান বৃদ্ধির কারনে কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী প্রায় ২ গুন বৃদ্ধি পেয়েছে।
০২	ওয়ার্কিং ফোর্সে মহিলাদের অংশগ্রহন	২১.২%	৪৩.৪৪%	২ গুনের বেশি বৃদ্ধি
০৩	বেকারত্বের হার	৬.৭৭%	৩.৪১%	অর্ধেক হয়েছে
০৪	দেশে মোট কর্মসংস্থান	৪ কোটি ৩০ লক্ষ হাজার জন	৭ কোটি ৭ লক্ষ ৩০ হাজার জন	২ গুন বৃদ্ধি
০৫	শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি	মাসিক ১ হাজার ৪৬২ টাকা	মাসিক ১২ হাজার ৫০০ টাকা	১২ গুন বৃদ্ধি
০৬	ভালনারেবল উইমেন বেনিফিট (ভিডব্লিউবি) কার্যক্রমের উপকারভোগী	৩ লক্ষ ৭০ হাজার নারী	১৮ লক্ষ ২০ হাজার নারী	৫ গুন বৃদ্ধি
০৭	জয়িতা ফাউন্ডেশন		গ্রাম পর্যায়ে জয়িতা ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও অনলাইন ব্যবসা প্রশিক্ষন প্রদান ।	

মানুষের জীবনমান উন্নয়ন

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	দারিদ্রের হার	৪১.৫১ শতাংশ	১৮.৭ শতাংশ	অর্ধেক হয়েছে
০২	অতি দারিদ্রের হার	২৫.১ শতাংশ	৫.৬ শতাংশ	প্রায় ৫ গুন কমে এসেছে
০৩	মানুষের গড় আয়ু	৫৯ বছর	৭২.৮ বছর	
০৪	নিরাপদ খাবার পানি	৫৫ শতাংশ	৯৮.২৮ শতাংশ	২ গুন বৃদ্ধি
০৫	সেনেটারি ল্যাট্রিন	৪৩.২৮ শতাংশ	৯৭.৩২ শতাংশ	২ গুনের বেশি বৃদ্ধি
০৬	শিশু মৃত্যুর হার (প্রতি হাজারে)	৮৪ জন	২১ জন	৪ গুন কমেছে
০৭	মাতৃমৃত্যু হার (প্রতি লাখে)	৩৭০ জন	১৬১ জন	প্রায় আড়াই গুন কমেছে

ভূমিহীন –গৃহহীনমুক্ত রাষ্ট্র নির্মান

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবার পুনর্বাসন		৮ লক্ষ ৪৭ ৭১৪ পরিবার (নভেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত)	

উন্নয়নের তুলনামূলক চিত্র

বিদ্যুৎ

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	বিদ্যুৎ উৎপাদন সক্ষমতা	৩ হাজার ৭৮২ মেগাওয়াট	২৮ হাজার ৫৬২ মেগাওয়াট	৮ গুন বৃদ্ধি
০২	বিদ্যুৎ সুবিধাভোগীর হার	মোট জনসংখ্যার ২৮ শতাংশ	মোট জনসংখ্যার ১০০ শতাংশ	প্রায় ৪ গুন বৃদ্ধি

যোগাযোগ অবকাঠামো

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	জেলা, আঞ্চলিক ও জাতীয় মহাসড়ক	১২ হাজার ১৮ কিলোমিটার	৩২ হাজার ৬৭৮ কিলোমিটার	প্রায় ৩ গুন বৃদ্ধি
০২	গ্রাম্য সড়ক	৩ হাজার ১৩৩ কিলোমিটার	২ লক্ষ ৩৭ হাজার ৪৪৬ কিলোমিটার	প্রায় ৭৬ গুন
০৩	মোট রেলপথ	২ হাজার ৩৫৬ কিলোমিটার	৩ হাজার ৪৮৬ কিলোমিটার	দেড় গুন বৃদ্ধি
০৪	বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স সক্ষমতা	১১ টি বিমান	২১ বিমান	২০০৬ সালে প্রায় সকল বিমান ছিল অতি পুরাতন ও জরাজীর্ন, বর্তমানে সেগুলা অত্যাধুনিক বিমান দ্বারা প্রতিস্থাপন করা হয়েছে।

শুন্য থেকে শুরু

ক্রম	খাত	২০০৬ বিএনপি – জামাত জোট	২০২৩ বাংলাদেশ আওয়ামীলীগ	মন্তব্য
০১	ভূমিহীন –গৃহহীনমুক্ত জেলা		৩২ টি	
০২	ভূমিহীন-গৃহহীনমুক্ত উপজেলা		৩৯৮ টি	
০৩	ডিজিটাল সেন্টারের সংখ্যা		৮ হাজার ৯৭২ টি	
০৪	ইউনিয়ন পর্যায়ে উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড সংযোগ		২ হাজার ৬০০ টি ইউনিয়ন	
০৫	দেশে উৎপাদিত মোবাইল ফোন ব্রান্ডের সংখ্যা		১৫ টি ব্রান্ড	
০৬	হাইটেক পার্ক, সফটওয়্যার টেকনোলোজি পার্ক এবং শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং এন্ড ইনকিউবেশন সেন্টার		১০৯ টি	
০৭	ফ্যামিলি কার্ড ভিত্তিতে খাদ্য সহায়তা প্রাপ্ত উপকারভোগী (টিসিবি কর্তৃক প্রদত্ত)		প্রায় ৫ কোটি মানুষ	

কক্সবাজার আইকনিক রেলওয়ে ষ্টেশন
মেট্রোরেল
মাতারবাড়ী গভীর সমুদ্রবন্দর
কক্সবাজার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর

রঙ্গবন্ধু ইকোনমিক পার্ক
রুপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র
বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট - ১
পদ্মা সেতু
বঙ্গবন্ধু টানেল
পূর্বাচল এক্সপ্রেস ওয়ে
বিমান বন্দর ৩য় টার্মিনাল
এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে

জাতীয় শোক দিবসে শাহাদাৎ বরণকারী বঙ্গবন্ধুর পরিবারের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন

দেশী ও বিদেশী শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধুর শুভ জন্মদিন উৎযাপন, ১৭ মার্চ-২০২৩

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার অনুষ্ঠানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু শিশু কিশোর মেলার গুণীজন সম্বর্ধনা-২০২৩